ফাতওয়া নাম্বার:২৪৩ প্রকাশকালঃ১১-০৩-২০২২ইং

‘হাওয়ায়েজে আসলিয়াহ’ বলে উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্নঃ

আমরা জানি, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে জাকাত, কুরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব হয়। এখন জানার বিষয় হল, নিজের ব্যবহৃত দামি মোবাইল কি ‘হাওয়ায়েজে আসলিয়াহ’ বা প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে? এছাড়া আমরা যারা জিহাদের কাজ বা অন্যান্য কাজের জন্য ল্যাপটপ ব্যবহার করে থাকি, এগুলোও কি আমাদের ‘হাওয়ায়েজে আসলিয়াহ’ র অন্তর্ভুক্ত হবে? মেহেরবানি করে বর্তমান জামানার দিকে লক্ষ্য করে ‘হাওয়ায়েজে আসলিয়াহ’ র একটি উসূল ও মূলনীতি জানালে অনেক উপকৃত হব।

প্রশ্নকারী- আব্দুর রহমান

উত্তরঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:

‘হাওয়ায়েজে আসলিয়াহ’ হচ্ছে, যে বস্তু শরীয়াহ সম্মত প্রয়োজনে ব্যবহার্য। সুতরাং যা শরীয়াহ সম্মত প্রয়োজন নয়, যেমন বাদ্যযন্ত্র, তা নিসাবের অন্তর্ভুক্ত; যদিও কেউ তা নিজের প্রয়োজন মনে করে এবং কার্যত নিয়মিত তা ব্যবহারও করে। কারণ, এই প্রয়োজন শরীয়তে স্বীকৃত নয়। এমনিভাবে যে বস্তু শরীয়াহ সম্মত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ব্যবহার্য নয়, তাও নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন ধরুন কারও বাড়ি নেই। সে বাড়ি করার জন্য এক টুকরো জমি ক্রয় করেছে। টাকা-পয়সা জমিয়ে বাড়ি করবে হয়তো ৫ বছর পর। আপাতত জমিটি কোন কাজে ব্যবহার না করে এমনিতেই ফেলে রাখল। এই জমিটি যদিও তার প্রয়োজনীয়,

কিন্তু আপাতত অব্যবহৃত থাকার কারণে তা অতিরিক্ত গণ্য হবে এবং নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে আরেকটি মৌলিক কথাও মনে রাখা জরুরি, তা হল, যে বস্তুটি প্রয়োজনীয় হিসেবে শরীয়তে স্বীকৃত, সেটি অনেক দামি হলেও তার পুরোটাই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। যেমন ধরুন দ্বীনের কাজের জন্য আপনার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল প্রয়োজন। এর জন্য দশ হাজার টাকার একটি মোবাইল যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি কোন কারণে দশ হাজার টাকার মোবাইলটা না কিনে, বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটি মোবাইল কিনেন, তাহলে অতিরিক্ত দশ হাজারও আপনার প্রয়োজনে খরচ হয়েছে বলে গণ্য হবে, যার ফলে নিসাবের মধ্যে তা ধর্তব্য হবে না। যদিও শরীয়ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন বাড়তি খরচে নিরুৎসাহিত করে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, নিজ প্রয়োজনে বা জিহাদের কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ও ল্যাপটপ 'হাওয়ায়েজে আসলিয়্যা' র অন্তর্ভুক্ত; চাই তার মূল্য যত বেশিই হোক না কেন। সুতরাং এগুলোর মূল্য নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(-হিদায়া ১/৯৬, রদ্দুল মুহতার ২/২৬৩)

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

-আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৭-০৭-১৪৪৩ হি.

০১-০৩-২০২২ ঈ.